আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান

অনুবাদ | আব্দুল বারী আব্বাস

(١٠٠) سؤال وجوابه في عقيدة التوحيد

আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

সংগ্রহ ও রচনা

الشيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ্‌-শা‘লান

প্রধান পরিচালক, ইসলামী দাওয়া সেন্টার, আযীযীয়া, রিয়াদ

আরবী সম্পাদনা

সম্মানিত শাইখ আল্লামা ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান

সদস্য উচ্চ ওলামা পরিষদ ও ফাতাওয়া বিভাগ

অনুবাদ

আবদুল বারী আব্বাস

দাওরা হাদীস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

দাঈ ও গবেষক ইসলামী দাওয়া সেন্টার, রিয়াদ, সৌদী আরব

অনুবাদ সম্পাদনা

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল হাই মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

جمع وإعداد

شيخ عبد العزيز بن محمد الشعلان

مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض

تقديم

سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء

ترجمة

عبد الباري مقبول عباس

الداعية: بمكتب الدعوة بالعزيزية

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

সূচিপত্র

আল্লামা ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ এর অভিমত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, অতঃপর শাইখ আবদুল আযীয আশ্-শা'লান কর্তৃক লিখিত প্রশ্নোত্তরে তাওহীদ শিক্ষা বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল ওয়াহাব (রহিমাহুল্লাহ) এর 'ছালাছাতুল উসূল ওয়াল কাওয়ায়িদিল আরবা' কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ই এগুলো।

বইটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখা হয়েছে যা সর্বসাধারণের জন্য বুঝতে সহজ হবে। বইটি ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন ও তার ইলমের মাধ্যমে মুসলিমগণের উপকার সাধন করুন। আমীন

শাইখ, আল্লামা ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান
সদস্য উচ্চ ওলামা পরিষদ
তারিখ- ২১/৩/ ১৪৪০ হিজরী

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী-রসূলগণের শ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

মূলত এই সকল প্রশ্নাবলি ও তার উত্তরসমূহ আল্লাহর তাওহীদের মৌলিক বিষয়সমূহের মূল বিষয় এবং তার পরিপন্থি বিষয়ে সতর্কাবলি, তাহলো আল্লাহর সাথে শিরক ও তার মাধ্যমসমূহ এবং আহলুস-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ বিষয়ে।

আমি উক্ত বিষয়গুলি পাঠকের বুঝার জন্য সহজ ও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি ঐ বিষয়গুলির দ্বারা যেন মুসলিমদের উপকার সাধিত হয়।

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ্-শা'লান
প্রধান পরিচালক: ইসলামী দাওয়া সেন্টার, আযীযীয়া, রিয়াদ

১/ প্রশ্ন: আমরা তাওহীদ (التَّوْحِيد) [১] শিক্ষা করব কেন?

১/ উত্তর: তাওহীদ শিক্ষা করব এই জন্য যে, তাওহীদ হলো ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে মূল বিষয়। আর তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন, নাবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ মুসলিম ও কাফির এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জিন ও মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে অন্য কারো নয়। (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

২/ প্রশ্ন: আমরা কোথা থেকে আক্বীদাহ (العَقِيْدَةُ) [২] গ্রহণ করব?

২/ উত্তর: কুরআন-সুন্নাহ থেকে এবং এ উম্মাতের সালাফে ছ্বলেহীনগণের নিকট থেকে।

৩/ প্রশ্ন: যে তিনটি মূলনীতি জানা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যক যা সম্পর্কে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে তা কী কী?

৩/ উত্তর:

---

[১] তাওহীদ [التوحيد]: তাওহীদ হলো প্রভুত্ব, ইবাদত এবং পরিপূর্ণ নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা।

[২] আল্লাহ তা'আলা, তার ফেরেশতাগণ, তার আসমানী কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত রসূলগণ (আলাইহিমুস্ সলাতু ওয়াস্-সালাম), শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আক্বীদাহ বলা হয়। এগুলোকে আরকানুল ঈমান বা ঈমানের ভিত্তিও বলা হয়। আক্বীদা আত তাওহীদ, ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান।

(১) মানুষকে তার রব বা সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা[৩]

(২) দীন বা জীবন বিধান সম্পর্কে জানা[৪] ও

(৩) নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা[৫]।

৪/ প্রশ্ন: তোমার রব কে?

৪/ উত্তর: সেই আল্লাহ তা'আলা আমার রব যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবকে তাঁর বিশেষ নি'আমতসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করেন। তিনি আমার মাবুদ, তিনি ছাড়া আমার অন্য কোন আসল মাবুদ নেই। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ হচ্ছে:

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। (সূরা আল-ফাতিহা ১:১)

৫/ প্রশ্ন: তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার রবকে চিনেছ?

৫/ উত্তর: তাঁর নিদর্শনসমূহ ও তাঁর সৃষ্টিজগত দেখে তাঁকে চিনেছি। তাঁর নিদর্শনসমুহের মধ্যে হলো: রাত-দিন, সূর্য-চন্দ্র। তাঁর সৃষ্টি সমূহের

---

[৩] আমার প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সারা বিশ্বের মালিক এবং পরিচালনাকারী। আমার পালনকর্তার নিদর্শন এবং সৃষ্টি জীবের মাধ্যমে আমি তাকে জানব। আল্লাহ তা'আলা এক-অদ্বিতীয় এবং শরীকহীন সত্য মা'বূদ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়।

[৪] ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য করত তার অবাধ্য কাজ পরিত্যাগ করা। ইসলাম সেই দীন যা আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে সকল মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির দীন। আমাদের দীন হলো সেই ইসলাম যা ভিন্ন অন্য কোন দীন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

[৫] আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয। পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশী ভালোবাসা আমাদের জন্য ফরয।

মধ্যে রয়েছে: সাত আসমান ও যা কিছু তার ভিতরে রয়েছে, সাত যমিন ও যা কিছু তার ভিতরে রয়েছে এবং যা কিছু এতদু'ভয়ের মধ্যস্থলে আছে। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ﴾

আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে রাত-দিন, সূর্য- চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না এবং চন্দ্রকেও না। তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করতে চাও"। (সূরা ফুছছিলাত ৪১:৩৭)

৬/ প্রশ্ন: আল্লাহ কোথায়?

৬/ উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আসমানে আরশের ওপর সমুন্নত আছেন।

৭/ প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলা আসমানে আরশের ওপর সমুন্নত রয়েছেন, কুরআন থেকে তার প্রমাণ কী?

৭/ উত্তর: আল্লাহ তা'আলা আসমানে আছেন কুরআন থেকে তার প্রমাণ হলো, আল্লাহর এই বাণী:

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾

তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? আর তখন তা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। (সূরা আল-মুলক ৬৭:১৬)

আর আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর সমুন্নত আছেন। কুরআন থেকে তার প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾

দয়াময় (আল্লাহ) আরশের ওপর সমুন্নত। (সূরা ত্বহা ২০:৫)

এ বিষয়ে কুরআনে সাত স্থানে [সূরা আল-‘আরাফ ৭:৫৪, সূরা ইউনুস ১০:৩, সূরা আর-রা‘দ ১৩:২, সূরা ত্ব-হা ২০:৫, সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫৯, সূরা আস-সাজদাহ্ ৩২:৪, সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৪] উল্লেখিত হয়েছে।

৮/ প্রশ্ন: ইস্তাওয়া (اسْتَوَي) অর্থ কী?

৮/ উত্তর: ইস্তাওয়া অর্থ উপরে হওয়া, সমুন্নত হওয়া, উপরে ওঠা ও স্থির হওয়া।

৯/ প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা জিন ও মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

৯/ উত্তর: একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করার জন্য, তিনি একক সত্তা তাঁর কোন শরীক নেই।

১০/ প্রশ্ন: আল্লাহ তা‘আলা জিন ও মানুষকে কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন, এর প্রমাণে কুরআনের দলীল কী?

১০/ উত্তর: এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী, তিনি বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

আমি জিন ও মানুষকে এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে। (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

১১/ প্রশ্ন: ইয়া'বুদুন (يَعْبُدُوْنِ) অর্থ কী?

১১/ উত্তর: ইয়া‘বুদুন অর্থ (يُوَحِّدُوْنِ) ইউওয়াহ্হিদুন বা ইবাদতকে কেবলমাত্র এক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা, অন্য কারো জন্য নয়।

১২/ প্রশ্ন: ইবাদত (الْعِبَادَةُ) কাকে বলা হয়?

১২/ উত্তর: ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক বিষয়ের নাম, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কর্মের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও তাতে সন্তুষ্ট হন।

১৩/ প্রশ্ন: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কী?

১৩/ উত্তর: তাহলো, এই সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া "সত্য" বা হক্ব কোন মা'বুদ নেই।

১৪/ প্রশ্ন: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কী?

১৪/ উত্তর: তাহলো, এই সাক্ষ্য দেয়া যে, তিনি (মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) যে সকল বিষয়ে আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করা, তাঁর সকল সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং একমাত্র তাঁর শরী'আত অনুযায়ী ইবাদত করা।

১৫/ প্রশ্ন: সেই বৃহত্তর কাজ কী যা করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন?

১৫/ উত্তর: সেই বৃহত্তর কাজ যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তাহলো, আত-তাওহীদ অর্থাৎ একমাত্র তাঁর (আল্লাহর) "ইবাদত" করা, তিনি একক সত্তা তাঁর কোন শরীক নেই। এই মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾

আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছে রসূল পাঠিয়েছি এজন্য যে, (তারা বলবে) তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর আর ত্বগূতকে বর্জন কর। (সূরা আন্-নাহাল ১৬:৩৬)

১৬/ প্রশ্ন: তাওহীদের প্রকারগুলি কী কী?

১৬/ উত্তর: তাওহীদ তিন প্রকার।

১। توحيد الربوبية (তাওহীদুর-রুবুবিয়্যাহ) বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

২। توحيد الألوهية (তাওহীদুল-উলুহিয়্যাহ) তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

৩। توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল-আসমা ওয়াছ-ছিফাত) বা নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে একত্ব।

১৭/ প্রশ্ন: তাওহীদুর-রুবুবিয়্যাহ কাকে বলে?

১৭/ উত্তর: আল্লাহর সকল কর্মে আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা ও জীবন-মরনের মালিক হিসেবে আল্লাহকে এককভাবে বিশ্বাস করা।

১৮/প্রশ্ন: তাওহীদুল-উলুহিয়্যাহ [৬]কাকে বলে?

১৮/ উত্তর: মানুষের সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র একক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা যা তিনি বান্দার জন্য শরী‘আত হিসেবে বিধিবদ্ধ করেছেন। যেমন দু‘আ বা আহ্বান করা, যবেহ বা কুরবানী করা ও সাজদা করা।

১৯/প্রশ্ন: তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত কাকে বলে?

১৯/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা যে সকল নাম ও গুণাবলির দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন সে সকল নাম ও গুণাবলিতে কোন প্রকার পবির্তন ও রহিতকরণ ছাড়াই আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

---

[৬] তাওহীদুল উলুহিয়াহ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব হলো বান্দার ঐ সকল কর্মে আল্লাহর একত্ব, যে সকল কাজের ব্যাপারে তিনি মানুষকে আদেশ দিয়েছেন। অতএব, সকল প্রকার ইবাদত লা-শারীক, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন, দু‘আ, ভয়, ভরসা, সহযোগিতা কামনা করা এবং আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদি। তাই আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করব না, অন্য কাউকে ভয় করব না, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করব। আমরা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করব না। আমরা কেবল আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করব।

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি শোনেন ও দেখেন'। (সূরা আশ-শূরা ৪২:১১)

(আয়াতের প্রথমাংশে সাদৃশ্যবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে এবং শেষাংশে মুয়াত্তিলা বা নির্গুণবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে)।

২০/ প্রশ্ন: ইবাদতের প্রকারগুলি হতে কিছু উল্লেখ করুন।

২০/ উত্তর: ইবাদতের প্রকারগুলি হলো: দু‘আ (الدُّعَاءُ): প্রার্থনা বা আহ্বান করা, ইস্তিগাছাহ (الإِسْتِغَاثَةُ): নিরুপায় ব্যক্তির বিপদে উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা, ইস্তিআনাহ (الإِسْتِعَانَةُ): সাহার্য্য প্রার্থনা করা, যাবহুল-কুরবান (ذَبْحُ الْقُرْبَانِ): আত্মত্যাগ বা কুরবানী করা, নায্‌র (النَّذْرُ): মানত করা, খওফ (الْخَوْفُ): ভয়-ভীতি, রজা’ (الرَّجَاءُ): আশা-আকাংখা করা, তাওয়াক্কুল (التَّوَكُّلُ): নির্ভরশীল হওয়া বা ভরসা করা, ইনাবাহ (الإِنَابَةُ): আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া, মাহাব্বাহ (الْمَحَبَّةُ): মুহাব্বাত করা বা ভালোবাসা, খশ্‌ইয়াহ (الْخَشْيَةُ): অমঙ্গলের আশংকা করা, রাগবাহ (الرَّغْبَةُ): আশা, ইচ্ছা বা আগ্রহ, রাহবাহ (الرَّهْبَةُ): শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়, রুকু (الرُّكُوْعُ): অবনত বা বিনয়াবনত হওয়া, সুজূদ (السُّجُوْدُ): সিজদা বা মাথানতকরণ করা, খুশূ‘ (الْخُشُوْعُ): বিনম্রতা, একাগ্রতা, তাযাল্লুল (التَّذَلُّلُ): অনুগত, বিনয়ী হওয়া, যিকির (الذِّكْرُ): আল্লাহকে স্বরণ করা ও তাসবিহ্‌ পাঠ করা এবং কুরআন তেলাওয়াত (قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) করা।

২১/ প্রশ্ন: আল্লাহর নিষেধকৃত পাপের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি?

২১/ উত্তর: সবচেয়ে বড় পাপ যা করতে আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন তাহলো "শিরক" বা আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্যকে অংশীদার করা। এর প্রমাণে যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে ব্যক্তি তার সাথে শিরক করে। তিনি শিরক ছাড়া (নিম্ন পর্যায়ের) অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (সূরা আন-নিসা ৪:৪৮)

২২/ প্রশ্ন: শিরকের প্রকারগুলি কী কী?

২২/ উত্তর: শিরক দু'প্রকার। (১) বড় শিরক (الشرك الأكبر) ও (২) ছোট শিরক (الشرك الأصغر)।

প্রথম প্রকার হলো, শিরকে আকবার বা বড় শিরক: তাহলো ঐ সকল বিষয় যেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যা শিরককারীকে ইসলাম হতে বের করে দেয়। যেমন: মূর্তীর (ইবাদত) পূজা করা, মৃত ব্যক্তির ইবাদত করা (কবর বাসীর নিকট কিছু চাওয়া) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে সিজদা করা।

দ্বিতীয় প্রকার শিরকে আসগার বা ছোট শিরক: তাহলো ঐ সকল বিষয় যেগুলিকে ইসলামী শরী'আত শিরক হিসেবে অভিহিত করেছে এবং উক্ত কর্ম ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা, রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা এবং এরূপ কথা বলা যে, আল্লাহ এবং তুমি যা চেয়েছ। এগুলিকে ছোট শিরক হিসেবে নামকরণ করা হলেও এসব কর্ম বক্তিকে বড় শিরকে পতিত করার মাধ্যম।

২৩/ প্রশ্ন: মানুষ সর্বপ্রথম কখন শিরকে আপতিত হয়?

২৩/ উত্তর: মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম শিরক সংঘটিত হয় নূহ আলাইহিস সালামের জাতির মধ্যে।

২৪/ প্রশ্ন: নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতির মধ্যে শিরকের সূচনা হয় কীভাবে?

২৪/ উত্তর: প্রথম দিকে শিরকের সূচনা ছিল আল-গুলূ (الغُلُوّ) অর্থাৎ ছ্বলেহীন বা সৎকর্মশীল লোকদের নিয়ে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কারণে।

২৫/ প্রশ্ন: ছ্বলেহীন বা সৎকর্মশীলদের বিষয়ে গুলূ বা বাড়াবাড়ি করা অর্থ কী?

২৫/ উত্তর: তাহলো তাদের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি এবং তাদেরকে নিজের আসন থেকে উচ্চে উঠিয়ে স্রষ্টার আসনে আসীন করে তাদের ইবাদত করা। এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ﴾

হে কিতাবধারীগণ, তোমরা তোমাদের দীনে "গুলূ" বা বাড়াবাড়ি করিও না। (সূরা আন-নিসা ৪:১৭১)

প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ

তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন কর না, যেমন খ্রিষ্টানরা মারিয়াম পুত্র ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ব্যাপারে করেছে। আমি কেবল আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫)।

لا تُطرُوني তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি বা সীমাতিক্রম করিও না।

২৬/ প্রশ্ন: মৃতদেরকে ডাকা বা তাদের নিকট কিছু চাওয়ার বিধান কী?

২৬/ **উত্তর:** মৃতদের ডাকা বা তাদের কাছে কিছু চাওয়া বড় **শিরক** যা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এর প্রমাণে কুরআনের বাণী:

﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾

যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন দলীল প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনকর্তার কাছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না। (সূরা আল-মুমিনুন ২৩:১১৭)

২৭/ প্রশ্ন: কোন সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন আছে কী?

২৭/ **উত্তর:** না। কোন সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ﴾

(হে নাবী) আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জানতে চায় আমার ব্যাপারে বস্তুত আমিতো নিকটেই আছি। যারা আমাকে ডাকে আমি তাদের ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (সূরা আল-বাকারা ২:১৮৬)

২৮/ প্রশ্ন: মৃতরা কি আহ্বানে সাড়া দিতে পারে?

২৮/ উত্তর: না। মৃতরা আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। এর প্রমাণে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ﴾

তোমরা আহ্বান করলে তারা (মৃতরা) তোমাদের আহ্বান শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। ক্বিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে"। (সূরা ফাত্বির ৩৫:১৪)

২৯/ প্রশ্ন: আমরা কার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ (কুরবানী) করব ও ছ্বলাত আদায় করব?

২৯/ উত্তর: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি একক সত্তা, যার কোন শরীক নেই। এ বিষয়ে তিনি বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾

অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে ছ্বলাত পড়ুন ও কুরবানী করুন। (সূরা আল-কাওছার ১০৮:২)

৩০/ প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ বা কুরবানী করা ও সিজদা করার শারঈ বিধান কী?

৩০/ উত্তর: তাহলো শিরকে আকবার বা বড় শিরক, যা ব্যক্তিকে মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾

"আপনি বলুন, আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী ও আমার জীবন ও মরণ সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই আমি এ মর্মেই আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম মুসলিম। (সূরা আল-আন‘আম ৬:১৬২-১৬৩) نُسُكِي (নুসুকী) অর্থ আমার কুরবানী।

৩১/ প্রশ্ন: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করার শারঈ বিধান কী? যেমন: নাবীর নামে, আমানত কিংবা মর্যাদা ইত্যাদির নামে কসম করা।

৩১/ উত্তর: আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করা ছোট শিরক। এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে। (ছহীহ বুখারী হা/২৬৭৯)

৩২/ প্রশ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুণাবলির প্রতি ঈমান রাখা বিষয়ে মুসলিমগণের কর্তব্য কী?

৩২/ উত্তর: তাহলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যে সকল নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য যে সকল নাম ও গুণসমূহ সাব্যস্ত করেছেন ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করা এবং তাতে কোনরূপ 'তাহরীফ' (اَلتَّحْرِيفُ) বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না, 'তা'ত্বীল' (اَلتَّعْطِيْلُ) বা সঠিক অর্থ অস্বীকার করা যাবে না, 'তাকঈফ' (اَلتَّكْيِيفُ) বা কল্পিত আকৃতি স্থির করা চলবে না ও তামছীল (التَّمْثِيل) তথা আল্লাহর ছিফাতের উপমা ও নমুনা বর্ণনা করা যাবে না ['তাশবীহ' (اَلتَّشْبِيهُ) বা সাদৃশ্য দেয়া যাবে না]। [আর ঐ সকল নাম ও গুণাবলি অস্বীকার করা যেগুলি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নাম ও গুণাবলি হিসেবে সাব্যস্ত করেননি।]

৩৩/ প্রশ্ন: আল্লাহর গুণসমূহ আমাদের গুণের সাদৃশ্য নয় কুরআনে এর দলীল-প্রমাণ কী?

৩৩/ উত্তর: আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, আর তিনি শোনেন ও দেখেন'। (সূরা আশ-শূরা ৪২:১১)

৩৪/ প্রশ্ন: তোমার দীন কী?

৩৪/ উত্তর: আমার দীন ইসলাম। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾

আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হলো ইসলাম। (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৯)

৩৫/ প্রশ্ন: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের পর আল্লাহ দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য দীন গ্রহণ করবেন কী?

৩৫/ উত্তর: না। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের পর, আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করবেন না। এর প্রমাণে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত"। (সূরা আলি-ইমরান ৩:৮৫)

৩৬/ প্রশ্ন: ইসলামের সংজ্ঞা কী?

৩৬/ উত্তর: আল্লাহকে একক বলে বিশ্বাস করে তার নিকট আত্মসমর্পণ করা ও তার আদেশসমূহকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার আনুগত্য করা এবং শিরক ও শিরককারীদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার নাম ইসলাম।

৩৭/ প্রশ্ন: ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) গুলি কী কী?

৩৭/ উত্তর: ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) ৫টি। সেগুলো হলো যথাক্রমে-

১। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

২। ছলাত প্রতিষ্ঠা করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমাযান মাসের ছিয়াম পালন করা

৫। আর সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল্লাহতে হাজ্জ করা।

এর প্রমাণে প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

ইসলাম হলো তুমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ বা মাবুদ নেই, আরো সাক্ষ্য দিবে যে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল, ছলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে ও সামর্থ থাকলে বায়তুল্লাহতে হজ্জ করবে। (ছহীহ বুখারী হা/৮, ছহীহ মুসলিম হা/৮, ১৬)

৩৮/ প্রশ্ন: ঈমানের সংজ্ঞা বা পরিচিতি কী?

৩৮/ উত্তর: ঈমান হলো, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতী ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম, যা আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধিপায় ও নাফরমানীর দ্বারা কমে যায়।

৩৯/ প্রশ্ন: ঈমানের রুকন (স্তম্ভ) গুলি কী কী?

৩৯/ উত্তর: ঈমানের মূল ভিত্তি ছয়টি। যথা-

১। আল্লাহ তা‘আলার প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بِالله)

২। মালাঈকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة)

৩। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالكتب)

৪। রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالرسل)

৫। আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان باليوم الآخر)

৬। তাক্বদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

এর প্রমাণে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

الْإِيمَانِ، أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস[৭] রাখবে, তাঁর মালাঈকা বা ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস[৮] রাখবে, আখিরাত বা শেষ

---

[৭] আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ: আল্লাহর অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। প্রভুত্ব, ইবাদত এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে:

১। আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা [الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى]।

২। আল্লাহর তা‘আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা [الإيمان بربوبية الله تعالى]।

৩। আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র সত্য ইলাহ্ ও ইবাদতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা [الإيمان بألُوهية الله تعالى]।

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলির উপর বিশ্বাস রাখা [الإيمان بأسماء الله وصفاته]।

[৮] রসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে:

দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাক্বদীরের ভালোমন্দের প্রতিও বিশ্বাস রাখবে। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮)

৪০/ প্রশ্ন: মালাঈকা বা ফেরেশতা কাদের বলা হয়?

৪০/ উত্তর: মালাঈকা বা ফেরেশতাগণ হলেন, অদৃশ্য জগতের এমন এক সৃষ্টিজীব, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

৪১/ প্রশ্ন: মালাঈকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

৪১/ উত্তর: মালাঈকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান[৯] আনা ফরয, তাদের প্রতি ঈমান ব্যতীত ঈমান গৃহীত হবে না।

৪২/ প্রশ্ন: শ্রেষ্ঠতম মালাঈকা বা ফেরেশতা কে?

৪২/ উত্তর: শ্রেষ্ঠতম মালাঈকা বা ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম এবং তাঁর ওপর অহি নাযিলের দায়িত্ব অর্পিত।

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে তাদের সকলের রিসালাত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আগত এবং সত্য। অতএব, কেউ কোন একজন রসূলের (আলাইহিমুস্ সালাম) রিসালাতকে অস্বীকার করলে সে যেন সকল নবীর রিসালাতকে অস্বীকার করলো।

দ্বিতীয়: আল্লাহ্ যে সকল নাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান আনা। যেমন: মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং নূহ্ আলাইহিমুস্ সালাম। আর যে সকল নবীর নাম আমরা জানি না তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বা মৌলিক ভাবে ঈমান আনতে হবে।

তৃতীয়: রসূলগণের বিশুদ্ধ সংবাদগুলোকে সত্যায়ণ করা।

চতুর্থ: আমাদের নিকটে যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে তার শরী‘আত মোতাবেক আমল করা। তিনি হলেন সর্বোত্তম এবং শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

[৯] ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। ফেরেশ্তাগণ আছেন এ বিশ্বাস রাখা।

২। আমরা যে সকল ফেরেশ্তার নাম জানি যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যাদের নাম জানি না তাদের প্রতিও ঈমান রাখা।

৩। ফেরেশ্তাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা।

৪। আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তারা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

৪৩/ প্রশ্ন: আসমানী কিতাব কী?

৪৩/ উত্তর: তাহলো ঐ সকল কিতাব যেগুলি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলগণের ওপর নাযিল করেছেন। যেমন: তাওরাত, যাবূর, ইনজীল, ও কুরআন মাজীদ।

৪৪/ প্রশ্ন: কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

৪৪/ উত্তর: ফরয। কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান[১০] ব্যতীত ঈমান গৃহীত হয় না।

৪৫/ প্রশ্ন: আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সুমহান কিতাব কোনটি?

৪৫/ উত্তর: সুমহান কিতাব হলো, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন[১১], যেটি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং তা সকল আসমানী কিতাবকে মানসুখ বা রহিতকারী।

---

[১০] আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। এ বিশ্বাস রাখা যে আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ।

২। আল্লাহ তা'আলা তার যে সকল কিতাবের নাম আমাদেরকে জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। যেমন,

ক। আল্ কুরআন যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

খ। তাওরাত যা মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে

গ। ইনজীল যা ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর এবং

ঘ। যাবুর যা দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

৩। এ সকল কিতাবের সংবাদগুলোকে সত্যায়ন করা। যেমন: কুরআনের সংবাদসমূহ। আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম রুকন।

[১১] কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১। পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ভালোবাসা ও সম্মান করা আমাদের উপর ফরয। কেননা, এটা মহান রব্বুল 'আলামীনের বাণী। সঙ্গত কারণেই তা সর্বাধিক সত্য এবং উত্তম কথা।

২। কুরআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সূরাহসমূহ নিয়ে গবেষণা করা, কুরআনের নছীহত, সংবাদসমূহ এবং ঘটনাবলি নিয়ে চিন্তা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

৩। কুরআনের হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ এবং শিষ্টাচারগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয।

সুতরাং কুরআনের বিধান ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা জায়েয নয়।

এই মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ﴾

আমরা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্য কিতাব যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (সূরা আল-মায়িদা ৫:৪৮)

৪৬/ প্রশ্ন:আখিরাত বা শেষ দিবস কাকে বল?

৪৬/ উত্তর: আখিরাত বা শেষ দিবস হলো কিয়ামত দিবস, যেদিনে মানুষকে হিসাব ও প্রতিদানের জন্য পুনর্জীবিত করা হবে।

৪৭/ প্রশ্ন:আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

৪৭/ উত্তর: ফরয। শেষ বিবসের প্রতি ঈমান[১২] ব্যতীত ঈমান গৃহীত হবে না।

---

[১২] শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: ক্বিয়ামত আসবে নিশ্চিতভাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং তার জন্য আমল করা। ক্বিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত আলামতসমূহের প্রতি বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

১। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ক্ববরের পরীক্ষা, আযাব, নিয়ামত।

২। সিঙ্গায় ফুৎকার, ক্ববর হতে সৃষ্টি জীবসমূহের বহির্গমন।

৩। ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দান ও আমলনামাসমূহ উম্মুক্তকরণ।

৪। মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা স্থাপন।

৫। পুলছিরাত, হাউযে কাওসার, শাফা'আত।

৬। জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ যার সর্বোচ্চ হলো আল্লাহর দর্শন।

৭। জাহান্নাম ও তার শাস্তি যার কঠিনতম শাস্তি হলো আল্লাহর দর্শন হতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। এসবকিছু ক্বিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

৪৮/ প্রশ্ন: তাক্বদীর বা ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী?

৪৮/ উত্তর: তাক্বদীর বা ভাগ্য হলো সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাপ বা নির্ধারিত বস্তু।

৪৯/ প্রশ্ন: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার বিধান কী?

৪৯/ উত্তর: ফরয। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান[১৩] ব্যতীত ঈমান গৃহীত হবে না।

৫০/ প্রশ্ন: ইহসান (الْإِحْسَانُ) কাকে বলে?

৫০/ উত্তর: ইহসান হলো, তুমি একাগ্র মনে এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদিও তুমি তাঁকে দেখতে না পাও , তবে যেনে রেখ নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।

৫১/ প্রশ্ন: রিয়া (الرِّيَاءُ) কাকে বলে?

৫১/ উত্তর: রিয়া হলো মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা যাতে লোকেরা তার প্রশংসা করে।

---

[১৩] তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা‘আলা সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জানেন। আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃষ্টিজীব সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। তিনি বান্দার সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিযিক্ব, জীবনের নির্ধারিত সময়, কথা-কাজ, তাদের চলা-ফেরা, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী তা অবগত আছেন।

দ্বিতীয়: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে তা তিনি লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তৃতীয় বিষয়: আল্লাহর অনিবার্য (যা বাস্তবায়িত হবেই) ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রাখা যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিকে কেউ অপারগ করতে সক্ষম নয়। সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাসমূহ আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী হয়। আল্লাহ তা‘আলা যা চান তা সংঘটিত হয়, যা চান না তা সংঘটিত হয় না।

চতুর্থ বিষয়: আল্লাহ তা‘আলা একাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু মাখলূক্ব বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৫২/ প্রশ্ন: রিয়া করার বিধান কী?

৫২/ উত্তর: রিয়া করা হারাম এবং রিয়া ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

"إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "الرِّيَاءُ".

"আমি তোমাদের ওপর যে বিষয়টি নিয়ে সর্বাধিক আশংকা করছি তাহলো ছোট শিরক, এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তাহলো, আর-রিয়া (الرِّيَاءُ) লোক দেখানো আমল। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছটিকে আলবানী ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ জামে হা/১৫৫৫)

৫৩/ প্রশ্ন: তোমার নাবী কে?

৫৩/ উত্তর: আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালেব ইবনে হাশেম। হাশেম হলো কোরায়েশ বংশ থেকে আর কোরায়েশ হলো কেনানা বংশের, আর কেনানা হলো আরব বংশের আর আরব হলো ইসমাঈলের সন্তান আর ইসমাঈল হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান।

৫৪/ প্রশ্ন:তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণে বৃহত্তর দলীল কী?

৫৪/ উত্তর: তাঁর নবুওয়াতের বৃহত্তর দলীল-প্রমাণ হলো, আল্লাহর কালাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যেটি মানুষের জন্য পথ প্রদর্শনকারী, তাতে রয়েছে আরোগ্য আর তাহলো নূর (উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা)।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾

(হে নাবী) আপনি বলুন, যদি মানুষ ও জিন সমবেত হয় এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য এবং তারা এ বিষয়ে পরস্পর কে সাহার্য করে তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ কুরআন আনতে পারবে না। (সূরা আল-ইসরা ৮৮)

৫৫/ প্রশ্ন: তিনি (মুহাম্মাদ) যে আল্লাহর রসূল তার দলীল-প্রমাণ কী?

৫৫/ উত্তর: আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। (সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২৯)

৫৬/ প্রশ্ন: জাদু (السِّحْرُ) কী?

৫৬/ উত্তর: জাদু হলো এমন এক প্রকার শয়তানী কর্ম যার বাস্তব প্রভাব অন্তর ও শরীরের ওপর পতিত হয় এবং ভেলকিবাজি বা ইন্দ্রজালও এক প্রকার জাদু যা চোখের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত (যেমন মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখানো কিন্তু বাস্তবে তা নয়)।

৫৭/ প্রশ্ন: ভাগ্য গণনা (الْكِهَانَةُ) কী?

৫৭/ উত্তর: জিনের দ্বারা ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানার দাবি করাকে ভাগ্য গণনা (الْكِهَانَةُ) বলে।

৫৮/ প্রশ্ন: আররাফ (الْعَرَّافُ) বা জ্যোতিষী কাকে বলে?

৫৮/ উত্তর: আররাফ বা জ্যোতিষী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, গায়েবী বা ভবিষ্যত বিষয় (যেমন কোন হারানো বস্তু, চোরের সন্ধান ও স্থান) সম্পর্কে বলে দেয়ার দাবি করে। কারো উক্তি জ্যোতিষী (ভবিষ্যদ্বক্তা) মুনাজ্জেম (নক্ষত্র গণনা) ও রাম্মাল (বালু বা মাটির ওপর দাগ কেটে হস্ত চালনাকারী) উভয়েরই নাম কাহেন বা গণক। অনুরূপ যারা জিনের মাধ্যমে গায়েবী সংবাদ জানা ও ভবিষ্যত বিষয়ে কিছু বলে দেয়ার দাবি

করে। আর তারা উক্ত কাজগুলি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের দ্বারা, হস্তরেখা গণনা ও কাপ বা বাটি চালান দেয়ার মাধ্যমে করে থাকে।

৫৯/ প্রশ্ন: জ্যোতিষী, গণক ও অন্যান্যদের নিকট (কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে) যাওয়ার বিধান কী, যারা ইলমে গায়েবের দাবিদার?

৫৯/ উত্তর: জ্যোতিষী, গণক ও জাদুকরদের নিকট (কোন বিষয়ে জিজ্ঞাস করার উদ্দেশ্যে) যাওয়া হরাম। এ বিষয়ে ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীসে প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর নিকট আসল ও তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তার চল্লিশ দিনের ছ্বলাত আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৩০)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী অথবা গণকের কাছে আসল ও যে বিষয়ে সে বলল তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে অব্যশই মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর যা নাযিল করা হয়ছে তার সাথে কুফরী করল। (ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৯০৪, তিরমিযী হা/১৩৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হা/৬৩৯ এবং হাকিম, দারিমী হা/১১৩৬। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন: সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৩৩৮৭।)

৬০/ প্রশ্ন: জাদু ও তা শিক্ষা করার বিধান কী?

৬০ / উত্তর: জাদু ও তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সকল কিছুই হারাম ও কুফরী কর্ম। তার কোন কিছুই বৈধ নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ﴾

সোলাইমান আলাইহিস সালাম কুফরী করেননি বরং কুফরী করেছিল শয়তান, সে লোকদেরকে জাদু শিক্ষা দিত"। (সূরা আল-বাকারা ২:১০২)

৬১/ প্রশ্ন: রাশিচক্রের মাধ্যমে ভাগ্য গণনা করে ভবিষ্যত বিষয় সম্পর্কে জানা ও তা বিশ্বাস করার বিধান কী?

৬১/ উত্তর: রাশিফল বা ভাগ্য গণনা করা একটি জাহেলী যুগের প্রথা এবং তা গায়েবী বিষয়ে জ্যোতিষী, গণনদের কথাকে বিশ্বাস করার অন্তর্গত বিষয় (যা ইসলামে হারাম)। এ মর্মে প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ النُّجُومِ، فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ"

যে ব্যক্তি নক্ষত্র থেকে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করল, সে জাদুবিদ্যা অর্জন করল, তার নক্ষত্রের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে তার জাদুবিদ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে। (ছ্বহীহ : আবু দাঊদ হা/৩৯০৫, ইবনে মাজাহ হা/৩৭২৬)

৬২/ প্রশ্ন: তামায়িম (التَّمَائِمُ) বা তাবিজ মাদুলি কাকে বলে?

৬২/ উত্তর: তামায়িম বহুবচন এক বচনে তামীমাহ। তামীমাহ হলো তাবিজ-কবচ বা মাদুলি, পূঁতি, অথবা হাড় কিংবা ধাগা-সুতা, লোহা-তামা ইত্যাদি। শিশুদের গলায়, হাতে ও কমরে লটকানো অথবা বাড়িতে, গাড়িতে ঝুলানো বিপদাপদ প্রতিহত করার জন্য অথবা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

৬৩/ প্রশ্ন:তাবিজ মাদুলি ব্যবহারের বিধান কী?

৬৩/ উত্তর: তাবিজ মাদুলি ব্যবহার করা ছোট শিরক এবং কখনো তা বড় শিরক হিসেবে পরিগণিত হবে, যদি তাবিজ মাদুলির প্রতি এই

বিশ্বাস রাখা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া তাবিজের নিজস্ব উপকার অপকার করার শক্তি আছে।

এর প্রমাণে প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লামের বাণী:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল, সে অবশ্যই শিরক করল। (হাসান: মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ আলবানী, ছ্বহীহ আল জামে হা/৬৩৯৪, আছ-ছ্বহীহাহ হা/৪৯২)

৬৪/ প্রশ্ন: শারঈ রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক কাকে বলে ও তার বিধান কী?

৬৪/ উত্তর: শরী'আত সম্মত রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক হলো, কুরআন থেকে অথবা মাসনুন দু'আ থেকে পড়ে রোগীর ওপর বা ব্যাথার স্থানে ফুঁক দেয়া। আর ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয।

এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا

রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তা শিরক মুক্ত হয়"। (মুসলিম হা/২২০০, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬, আছ-ছ্বহীহাহ হা/১০৬৬)

তবে রুক্বইয়া বা ঝাড়-ফুঁক জায়েয হওয়া বিষয়ে শর্ত এই যে,

তা শিরক মুক্ত হতে হবে, এ বিশ্বাস রাখবে যে ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই বরং তা একটি উপায় উপকরণ মাত্র, উপকার অপকার আল্লাহ তা'আলার হাতে। সেই ঝাড়-ফুঁক আরবী ভাষায় হতে হবে অথবা এমন ভাষায় হতে হবে যার অর্থ বোধগম্য হয় এবং আল্লাহর বাণী, তাঁর নাম ও গুণাবলি দিয়ে হতে হবে।

৬৫/ প্রশ্ন: ত্বিয়ারাহ (الطِّيَرَةُ) বা কুলক্ষণ কী?

৬৫/ উত্তর: ত্বিয়ারাহ বা কুলক্ষণ হলো, পাখির দ্বারা শুভ অশুভ মনে করা।

৬৬/ প্রশ্ন: পাখির দ্বারা শুভ অশুভ মনে করার শারঈ বিধান কী?

৬৬/ উত্তর: পাখির দ্বারা শুভ অশুভ মনে করা হারাম এবং সেটা ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত বিষয় এবং তা কখনো বড় শিরক হিসেবে গণ্য হবে যদি তার প্রতি এই বিশ্বাস রাখা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া নিষ্ট অনিষ্ট করার তার নিজস্ব শক্তি আছে। এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক। (ছ্বহীহ: আবু দাঊদ হা/৩৯১৫, ইবনে মাজাহ হা/৩৫৩৮)

৬৭/ প্রশ্ন: পাখি ছাড়া অন্য কিছুতেও কি কুলক্ষণ মনে করা হয়?

৬৭/ উত্তর: হয়, যেমন কোন মাস, কোন দিন অথবা কোন জীব-জন্তু কিংবা কোন অঙ্গহীন অক্ষম ব্যক্তি অথবা অন্ধ ব্যক্তিকে কুলক্ষণ মনে করা হয়।

৬৮/ প্রশ্ন: আল-আনওয়া (الأَنْوَءُ) বা তারকার দ্বারা পানি চাওয়ার অর্থ কী?

৬৮/ উত্তর: আল-আনওয়া হলো তারকাসমূহ। আর তারকার দ্বারা পানি চাওয়ার অর্থ হলো, তারকা থেকে পানি চাওয়া এবং বৃষ্টি বর্ষণের পর বৃষ্টিকে তারকার দিকে সম্পর্কিত করা।

৬৯/ প্রশ্ন: তারকার (الأَنْوَءُ) দ্বারা পানি চাওয়ার বিধান কী?

৬৯/ উত্তর: তারকার দ্বারা পানি চাওয়ার বিধান দুই প্রকার:

প্রথমত: তারকার প্রতি এই বিশ্বাস রাখা যে, তারকা স্বয়ং নিজেই বৃষ্টিবর্ষণকারী, এরূপ কথা বলা কুফরী। কেননা এই কথার দ্বারা তারকাকে আল্লাহ তা‘আলার সাথে অংশীদার করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি সৃষ্টিকারী ও বর্ষণকারী কিন্তু তারকা তার কারণ, তাহলে এই বিশ্বাস রাখা ছোট শিরক,

কেননা এতে আল্লাহর নি'আমতকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তারকাকে বৃষ্টির কারণ হিসেবে সৃষ্টি করেননি।

৭০/ প্রশ্ন: তারকার দ্বারা বৃষ্টি চাওয়া হারাম হওয়া বিষয়ে দলীল-প্রমাণ কী?

৭০/ উত্তর: এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ হলো প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী যে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ "

যে বলল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখল আর তারকার প্রতি কুফরী করল, কিন্তু যে বলল যে, উমুক উমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যক্তি আমার সাথে কুফরী করল ও তারকাকে বিশ্বাস করল"। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭১, আবূ দাউদ হা/৩৯০৬)।

৭১/ প্রশ্ন: কবরের ওপর মাসজিদ নির্মাণ করার বিধান কী?

৭১/ উত্তর: কবরের ওপর মাসজিদ নির্মাণ করা হারাম এবং শিরকের মাধ্যম।

প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর লা'নত, কেননা তারা তাদের নাবীগণের কবরকে মাসজিদ বানিয়েছে। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫২৯)।

৭২/ প্রশ্ন: আত-তাবাররুক (কোন কিছুর দ্বারা কল্যাণ অর্জন) অর্থ কী?

৭২/ উত্তর: আত-তাবাররুক অর্থ বরকত তালাশ করা। আর বরকত হলো কল্যাণ অর্জন ও তার স্থায়িত্ব কামনা করা।

৭৩/ প্রশ্ন: আত-তাবাররুক (التَّبَرُّكُ) কয় প্রকার?

৭৩/ উত্তর: দুই প্রকার:

(১) আত-তাবাররুক আল-মাশরূ বা বৈধ তাবাররুক। আর তা জায়েয ও কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

(২) আত-তাবাররুক আল-মামনূ বা নিষিদ্ধ তাবাররুক, যেটা করা হারাম।

৭৪/ প্রশ্ন: বৈধ তাবাররুক (التَّبَرُّكُ) কয় ধরনের?

৭৪/ উত্তর: বৈধ তাবাররুক দুই ধরনের।

(১) অনুভবকৃত বস্তু যেমন পবিত্র যম যম পানির দ্বারা বরকত অর্জন করা।

(২) নিজের সৎ আমলের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা। যেমন ছ্বলাত, দু‘আ ও ছ্বদাকার মাধ্যমে বরকত বা কল্যাণ কামনা করা।

৭৫/ প্রশ্ন: নিষিদ্ধ তাবাররুক (التَّبَرُّكُ) কয় ধরনের?

৭৫/ উত্তর: নিষিদ্ধ তাবাররুক দুই ধরনের:

(১) ইসলামী শরী‘আত যে বিষয়ে নিষেধ করেছে, যেমন মূর্তি, প্রতিমার দ্বারা বরকত বা কল্যাণ চাওয়া।

(২) কোন ধারণা প্রসূত বস্তু বা খেয়ালী বস্তুর দ্বারা কল্যাণের আশা করা যার কোন বাস্তবতা নেই। যেমন সৎ লোকদের সত্তার দ্বারা কিংবা তাদের পরিধেয় বস্ত্রের দ্বারা অথবা তাদের মুখের লালার দ্বারা কিংবা কোন বৃক্ষ ও পাথরকে স্পর্শের মাধ্যমে বরকত কামনা করা।

৭৬/ প্রশ্ন: দু‘আতে অসীলা (التَّوَسُّلُ) কয় প্রকার?

৭৬/ উত্তর: দু‘আতে অসীলা দুই প্রকার:

(১) বৈধ অসীলা, আর সেটা হলো দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক শারঈ অসীলা।

(২) নিষিদ্ধ অসীলা, যেটা শরী‘আত কর্তৃক নিষিদ্ধ অথবা দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক নয় এমন অসীলা।

৭৭/ প্রশ্ন: দু‘আতে বৈধ অসীলা (التَّوَسُّلُ) কয় ধরনের?

৭৭/ উত্তর: দু‘আতে বৈধ অসীলা তিন ধরনের:

(১) আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে অসীলা করে দু‘আ করা। যেমন বলা যে "ইয়া রহমানু ইরহামনী" হে দয়াবান তুমি আমার প্রতি দয়া কর।

(২) নিজের সৎ আমলকে অসীলা করে দু‘আ করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর"। (সূরা আলি-ইমরান ৩:১৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঈমানের (আমলের) মাধ্যমে দু‘আ করতে বলেছেন।

(৩) কোন সৎ দীনদার ব্যক্তির নিকট দু‘আ চেয়ে তার মাধমে অসীলা করা, এমন ব্যক্তির নিকট দু‘আ চাওয়া যিনি জীবিত ও আপনার সামনে উপস্থিত আছেন। যেমন ওক্কাশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে দু‘আ চেয়েছিলেন, যেন তিনি ঐ সত্তর হাজার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ওক্কাশা ইবনে মিহছান বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, আল্লাহর

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

৭৮/ প্রশ্ন: দু'আর মাধ্যমে নিষিদ্ধ অসীলা (التَّوَسُّلُ) কয় প্রকার?

৭৮/ উত্তর: দুই প্রকার:

(১) শির্কী অসীলা: যে দু'আতে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। যেমন সৎ লোকদের নিকট বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই বলে ফরিয়াদ করা যে, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে সাহায্য করুন অথবা বলা যে, হে জীলানী আমাকে সাহায্য করুন।

(২) বিদ'আতী অসীলা: আর তাহলো এমন এক নিয়মে অসীলা করা যে বিষয়ে শরী'আতের কোন দালীল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। কেননা অসীলা হলো ইবাদত, তাই দলীল-প্রমাণ ছাড়া তা করা জায়েয নয়। সুতরাং বিদ'আতী অসীলা হলো, সৎ লোকদের সত্তা ও মর্যাদাকে অসীলা করে দু'আ করা।

৭৯/ প্রশ্ন: কিয়ামতের দিন যে শাফা'আত (الشَّفَاعَةُ) করা হবে তা কী?

৭৯/ উত্তর: তাহলো আল্লাহর নিকট কারো জন্য উপকার সাধন ও কাউকে ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মধ্যস্ততা করা।

৮০/ প্রশ্ন: মৃতদের নিকট শাফা'আত (الشَّفَاعَةُ) চাওয়া কি বৈধ?

৮০/ উত্তর: মৃতদের নিকট থেকে শাফা'আত চাওয়া বৈধ নয়।

কেননা শাফা'আত একমাত্র এক আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত ও মালিকানাধীন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًاۖ﴾

বলুন, সকল শাফা'আত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। (সূরা আয-যুমার ৩৯:৪৪)

৮১/ প্রশ্ন: শাফা'আতের জন্য শর্ত কয়টি?

৮১/ উত্তর: শাফা'আতের জন্য শর্ত দুইটি।

(১) শাফা'আতকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾

এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫)

(২) যার জন্য শাফা'আত বা সুপারিশ করা হবে, তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾

যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট তারা ছাড়া (মালাঈকা বা ফেরেশতাগণ) অন্য কারু জন্য সুপারিশ করবে না"। (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২৮)

৮২/ প্রশ্ন: শাফা'আত (الشَّفَاعَةُ) কার জন্য করা হবে?

৮২/ উত্তর: শাফা'আত হবে কেবলমাত্র তাওহীদের অনুসারীদের জন্য। এর প্রমাণে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ

কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে অন্তর দিয়ে একনিষ্ঠতার সহিত বলবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৯)

৮৩/ প্রশ্ন: যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে অথবা তাঁর কিতাবকে নিয়ে কিংবা তার দীন অথবা তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করল তার হুকুম কী?

৮৩/ উত্তর: তার হুকুম হলো, যে ব্যক্তি উক্ত কাজগুলির কোন একটি করবে সে কাফির হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রসূলকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা কোন ওযর আপত্তি কর না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কাফির হয়েছ। (আত-তাওবা ৯:৬৫-৬৬)

৮৪/ প্রশ্ন: 'আল ওয়ালা' (الولاء)- বন্ধুত্ব বা মিত্রতা এবং 'আল-বারা' (البراء)- শত্রুতা বা বৈরীতা এর অর্থ কী?

৮৪/ উত্তর: 'আল ওয়ালা' (الولاء) (বন্ধুত্ব বা মিত্রতা) হলো, মুহাব্বাত করা, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকল মুসলিমকে সহায়তা করা।

এর প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ۝٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ۝٥٦﴾

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ-যারা ছলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (সূরা আল-মায়েদাহ ৫:৫৫-৫৬)

আর 'আল-বারা' (البراء) (শত্রুতা বা বৈরীতা) হলো- কুফর, কাফির সম্প্রদায় ও তাদের সহযোগীদের ঘৃণা করা।

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো আল্লাহর এই বাণী:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীগণের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের সাথে আর তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করছ তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। (সূরা আল মুমতাহিনা ৬০:৪)

৮৫/ প্রশ্ন: অবিশ্বাসী-কাফিরদেরকে তাদের ঈদ উৎসবের দিন যেমন ক্রিসমাস ও দূর্গাপূজার দিনে শুভেচ্ছা জানানোর শারঈ বিধান কী?

৮৫/ উত্তর: এ বিষয়ে শাইখ ইবনু উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, কাফিরদেরকে ক্রিসমাস ঈদ উৎসবে অথবা তাদের ধর্মীয় কোনো উৎসবের দিন শুভেচ্ছা জানানো সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে হারাম। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ আহকামুল যিম্মাহ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন। (৩/৪৪)

৮৬/ প্রশ্ন: বিদ‘আতের সংজ্ঞা দাও?

৮৬/ উত্তর: বিদ‘আত হলো এই যে, এমন এক নিয়মে আল্লাহর ইবাদত করা, যে নিয়মে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহর ইবাদত করতেন না।

৮৭/ প্রশ্ন: দীনের মধ্যে বিদ‘আত করার হুকুম কী?

৮৭/ উত্তর: দীনের মধ্য বিদ‘আত (নতুন কিছু) করা হারাম এবং ভয়াবহ গুনাহের কাজ। কেননা প্রিয় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

নিশ্চয় উত্তম হাদীছ (বাণী) হলো আল্লাহর কিতাব, আর উত্তম হিদায়েত হলো রসূলের হিদায়েত। আর নিকৃষ্ট বিষয় হলো দীনের মধ্যে নতুন বিষয় সৃষ্টি করা। আর প্রত্যেক নতুন বিষয় হলো পথভ্রষ্ট। (ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৭)

৮৮/ প্রশ্ন: ইসলামে বিদ‘আতে হাসানাহ্ বলে কিছু আছে কী?

৮৮/ উত্তর: ইসলাম বিদ‘আতে হাসানাহ্ বলে কিছু নেই। কেননা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

প্রত্যেক বিদ‘আত হলো পথভ্রষ্ট। (ছহীহ মুসলিম হা/৮৬৭)

৮৯/ প্রশ্ন: বিদ‘আতীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে?

৮৯/ উত্তর: বিদ‘আতীদের বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক ও জনগণকে তাদের বিদ‘আদ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে হবে, তাদের সাথে উঠাবসা করা চলবেনা ও তাদের বই-পুস্তক পড়া পরিহার করতে হবে। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

لَا تُجَالِسْ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مَمْرَضَةٌ لِلْقُلُوبِ

তুমি প্রবৃত্তিপূজারীদের সাথে বসিও না। কেননা তাদের সাথে উঠাবসা করলে তোমার অন্তর রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে (আল-ইবানাহ ৪৩৮/২)

ইমাম বাগাভী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَقَدْ مَضَتِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ عَلَى هَذَا مُجْمِعِينَ مُتَّفِقِينَ عَلَى مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، وَمُهَاجَرَتِهِمْ.

(বিদ‘আতীদের সাথে বৈরীতা রাখা নতুন কোনো বিষয় নয়) অতীতেও ছাহাবাহে কেরাম, তাবেঈন ও তাদের অনুসারীগণ এবং উলামায়ে সুন্নাহগণ বিদ‘আতীদের সাথে বৈরীতা রাখা ও তাদেরকে পরিহার করা বিষয়ে ঐক্যমত ছিলেন। (শারহুস-সুন্নাহ লিলবাগাভী ১/১২৭)

৯০/ প্রশ্ন: ছ্বলাত পরিত্যাগ করার বিধান কি?

৯০/ উত্তর: ছ্বলাত পরিহার করা কুফরী।[১৪] এ বিষয়ে জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১৪] অলসতা ও অবহেলায় ছ্বলাত ত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে দু’ধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

প্রথম: সে কাফির নয়, বরং ফাসিক, অবাধ্য, কাবীরা গুনাহকারী: এটি অধিকাংশ ইমামের অভিমত। যেমন- সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার শিষ্যবৃন্দ এবং ইমাম মালিক। আর (প্রসিদ্ধ অভিমতে) ইমাম শাফিঈও এমত পেশ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এর দু’টি অভিমতের একটি অভিমত এটি। হাশিয়া ইবন আবেদীন ১/২৩৫, ফাতাওয়া হিন্দীয়া ১/৫০, হাশিয়া দাসুকী ১/১৮৯, মাওয়াহিবুল জালিল ১/৪২০, মুগনিল মুহতাজ ১/৩২৭, মাজমূ‘৩/১৬, দেখুন ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

দ্বিতীয়: সে কাফির, দীন ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত: এটি সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইমাম শা’বী, নাখয়ী, আওযায়ী, ইবনে মুবারক, ইসহাক, ইমাম আহমদের বিশুদ্ধতম ও ইমাম শাফিঈর দু’টি অভিমতের একটি অভিমত। আল্লামা ইবনে হাযম রহিমাহুল্লাহ এটি উমার ইবনুল খাত্তাব, মুযায ইবন জাবাল, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবূ হুরাইরা ও অন্যান্য ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। মুকাদ্দামা ইবন রুশদ ১/৬৪, আল মুকান্না‘ ১/৩০৭, আল ইনসাফ, ১/৪০২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৮, ইবনুল কাইয়্যিম প্রণিত আস-সালাহ হুকমু তারিকিস সালাহ, দেখুন ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»

নিশ্চয় মুসলিম ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফর এর মধ্যে পার্থক্য হলো ছলাত পরিহার করা। (ছহীহ মুসলিম হা/৮২)

৯১/প্রশ্ন: মুসলিমগণকে কোন কারণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে কাফির আখ্যায়িত করার হুকুম কী?

৯১/ উত্তর: মুসলিমগণকে কাফির বলা হারাম ও কঠিন গুনাহের কাজ।

এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি তার ভাইকে বললো, হে কাফির, যদি সে কাফির না হয়, তাহলে সেটি (কুফরীটি) তার দিকেই ফিরে যাবে। (ছহীহ বুখারী হ/৬১০৪, ছহীহ মুসলিম হা/৬০)

৯২/ প্রশ্ন: প্রিয় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীদের বিষয়ে মুসলিদের কর্তব্য কেমন হবে?

৯২/ উত্তর: তাদেরকে মুহাব্বাত করা ফরয এবং এই বিশ্বাস রাখা যে নাবী ও রসূলগণের (তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিতহোক) পর সকল মানুষের মধ্যে তাঁরাই মর্যাদাশীল ও উত্তম মানুষ। তাঁদের বিষয়ে ভালো কথা বলা ব্যতীত কোনোরূপ খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তাঁদের কাউকেও কটু কথা বলা ও কোনোরূপ গাল-মন্দ করা হারাম।

এ বিষয়ে বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ

তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিও না। যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ দান করো তবে তা ছাহাবীগণের এক মুদ এমনকি তার অর্ধেকের সমানও হবে না। (ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪০-২৫৪১)।

৯৩/ প্রশ্ন: ছাহাবীদের সম্মান ও মর্যাদা বিষয়ে দলীল-প্রমাণ কী?

৯৩/ উত্তর: তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা বিষয়ে দলীল-প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলা র এই বাণী:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾

আর যেসকল মুহাজির ও আনসারগণ ঈমান আনায়নে অগ্রবর্তী ও প্রথম, আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাঁদের জন্য এমন জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। যার মধ্যে তাঁরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে সেটা হচ্ছে তাঁদের জন্য বিরাট সফলতা। (সূরা আত-তাওবা ৯:১০০)

৯৪/ প্রশ্ন: শ্রেষ্ঠতম ছাহাবী কে?

৯৪/ উত্তর: শ্রেষ্ঠতম ছাহাবীগণ হলেন চার খলিফা। যথাক্রমে: আবু বকর সিদ্দীক, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব, তারপর উসমান ইবনে আফফান, তারপর আলী ইবনু আবী ত্বলেব। অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন ছাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ছাহাবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর।

৯৫/ প্রশ্ন: উলাতুল উমূর (وُلَاةُ الْأُمُورِ) বলে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?

৯৫/ উত্তর: উলাতুল উমূর বলে মুসলিম শাসকগণকে বুঝানো হয়েছে।

৯৬/ প্রশ্ন: শাসকদের বিষয়ে মুসলিমদের কর্তব্য কী?

৯৬/ উত্তর: তাঁদের কর্তব্য হলো শাসকদের আদেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যদি তা আল্লাহর নাফরমানীর বিষয়ে না হয়। তাঁদেরকে সঠিক উপদেশ দেয়া, তাঁদের জন্য কল্যাণের দু'আ করা এবং মিম্বারে ও জনগণের সামনে মাহফিলে তাঁদেরকে অপমানজনক কথা না বলা এবং নিন্দাবাদ না করা। কেননা এতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।

৯৭/প্রশ্ন: উক্ত বিষয়ে দলীল-প্রমাণ কী?

৯৭/ উত্তর: আল্লাহ তা'আলার এই বাণী:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর অনুগত্য কর ও রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের মধ্যে যারা শাসক তাদেরও আদেশ মান্যকর। (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)

প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাল্লাম বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

দীন হলো নাছীহাহ (উপদেশ)। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিম নেতাদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য"। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৫)[১৫]

---

[১৫] আল্লাহর জন্য নছীহতের অর্থ হলো-তার জন্য শির্কমুক্ত ইবাদত করা, তার নাম ও গুণবাচক নাম সমূহের উপর বিশ্বাস রাখা। কুরআনের জন্য নছীহতের অর্থ কুরআনের পথ ধরে চলা। রসূলের জন্য নছীহতের অর্থ-তার রিসালাতকে স্বীকার করে নিয়ে তার দেয়া সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা। দেখুন-ছহীহ মুসলিম হা/৫৫।

৯৮/ প্রশ্ন: মুসলিম শাসকদেরকে উপদেশ দেয়ার নিয়ম-নীতি কেমন হবে?

৯৮/ উত্তর: শাসকদের জন্য উপদেশ হবে একাকী গোপনে (প্রকাশ্যে নয়)। এ বিষয়ে প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَخْلُوا بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি সুলতান (মুসলিম বাদশা বা শাসক) কে উপদেশ প্রদান করতে চায়, সে যেন তা প্রকাশ্যভাবে না করে, বরং (সে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে) তার হাত ধরে নিরিবিলিতে উপদেশ দিবে। যদি তিনি তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন তাহলে তা উত্তম। আর যদি না করেন তাহলে সে তার কর্তব্য পালন করছে। (আস-সুন্নাহ ইবনে আবী আছীম হা/১০৯৬, মুসনাদে আহমাদ, আল্লামা আলবানী ও ইবনে বায ছ্বহীহ বলেছেন)

৯৯/প্রশ্ন: ফিতনা-ফাসাদের সময় মুসলিমদের কর্তব্য কেমন হবে দলীলসহ প্রমাণ কর?

৯৯/ উত্তর: সে সময় ফিতনা থেকে দূরে থাকা এবং মুসলিম জামা'আত ও তাদের নেতাদের সাথে থাকা আবশ্যক। উক্ত বিষয়ে করণীয় কী হবে তা সুদক্ষ, পারদর্শী আলেমদের নিকট থেকে যেনে নেয়া জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি বা ভীতিকর বিষয় এসে যায় তখন তারা সেটা প্রচার করতে থাকে। আর যদি তারা সেটা পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসক পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধন করে দেখা যেত সেসব

বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি নাহতো তবে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে। (সূরা আন-নিসা ৪:৮৩)

১০০/প্রশ্নঃ আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামা'আহ কাদেরকে বলা হয়?

১০০/উত্তরঃ যারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে শক্ত করে ধারণ করে এবং তাঁর ছাহাবাদের ও তাঁদের অনুগামীদের সুন্নাতকে এবং আক্বীদাহ-বিশ্বাসে, কথা ও কর্মে তাঁদের পথে চলে তাঁরাই হলো আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামা'আহ (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)[১৬]।

ছ্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার ও সকল ছাহাবীদের ওপর।

সমাপ্ত

[আলহামদুল্লিাহ। বইটির অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রকাশনা, প্রচার-প্রসারে যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আল্লাহ তা'আলা যেন উত্তম যাযা প্রদান করেন। অতঃপর বইটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে, যা আমাদের প্রকাশিত কিতাবুল ঈমান, আক্বীদাতুত তাওহীদ, শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া হতে নেয়া হয়েছে। প্রকাশক]

---

[১৬] আভিধানিক অর্থে মানুষের ঐক্যবদ্ধ একটি দলকে জামা'আত বলা হয়। তবে এখানে জামা'আত দ্বারা ঐ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত দ্বারা সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা হলো ছাহাবী এবং যারা উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ করে, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন,

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ

যারা সত্যের অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছেন জামা'আত। আপনি যদি একাই সত্যের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি একাই একটি জামা'আত সমতুল্য। অর্থাৎ যখন আপনি ব্যতীত হকের অনুসারী অন্য কোন লোক থাকবে না, তখন আপনি একাই একটি জামা'আত বলে গণ্য হবেন। শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া, ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান।